অক্টোবর-নভেম্বর ২০২২, আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৪২৯

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম বিনিময় এর উদ্বোধন

- ডলারের মূল্যবৃদ্ধি এবং আমাদের করণীয়
- ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় অংশীদারত্বমূলক অর্থায়ন

সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের সাথে ৪৪তম ও ৪৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ

বিবিটিএ'তে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের বিশেষ সেশনে সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বিবিটিএ'তে অনুষ্ঠিত ৪৪তম ও ৪৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সঃ সহকারী পরিচালক-জেনারেলের জন্য এ, কে, এন আহমেদ অডিটোরিয়ামে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে Growth, Employment and Inflation শীর্ষক বিষয়ে একটি সেশন পরিচালনা করেন। উক্ত সেশনে ৪৪তম ও ৪৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীসহ বিবিটিএ'র অনুষদ সদস্যবৃন্দ ও অন্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে বিবিটিএ'র নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ কবির আহাম্মদ সম্মানিত অতিথি বক্তা বাংলাদেশ ব্যাংকের সপ্তম গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেন। তিনি ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত সচিব হওয়ার সুবাদে স্বাধীনতার সূচনালগ্নে একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে উদ্ধৃত করেন। আজীবন মেধাবী ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে বিএ (অনার্স) এবং এমএ উভয় পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে প্রথমে আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (বর্তমান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৬ সালে সিএসপি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়ে সিএসপি ক্যাডারে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের দায়িত্বে থাকাকালীন তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে অনেকগুলো সংস্কারমূলক কাজ সম্পন্ন করেন। ঋণখেলাপি এবং মানি লন্ডারিংয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ এবং কতিপয় ব্যাংক কর্মকর্তাদের শাস্তির আওতায় আনেন। তাঁর বিচক্ষণ দিকনির্দেশনায় প্রণীত সুদক্ষ মুদ্রানীতির ফলে সেসময়ে মূল্যস্ফীতি ২% এর নিচে রাখা সম্ভব হয়েছিল। সামষ্টিক অর্থনীতির সাথে মুদ্রানীতির অর্থবহ সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে গবেষণাকে উৎসাহ প্রদানের মানসে ২০০১ সালে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কারের প্রবর্তন করেন। মেধা আকর্ষণে এবং মেধাবী ধরে রাখতে তিনি নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকদের ক্ষেত্র বিশেষে চারটি পর্যন্ত অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। মেধা ও বিশ্লেষণ বিকাশে তিন বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের উচ্চশিক্ষার্থে বৃত্তিরও ব্যবস্থা করতেন তিনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি আলাদা বেতন স্কেলের জন্য গভর্নর ফরাসউদ্দিন আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করেছিলেন। শিক্ষানুরাগী ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও সিনেট সদস্য ছিলেন। তিনি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য এবং বর্তমানে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া অর্থনীতির শিক্ষক হিসেবে তাঁর ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

স্বনামধন্য অতিথি বক্তা ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম বছর ও তার আগের বছর ছাড়া ৫২ বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশের জিডিপি কখনও ঋণাত্মক হয়নি। এ সময়ে দেশের অর্থনীতির উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭২ সালে জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল ৫২%, যা বর্তমানে ১৩% এ দাঁড়িয়েছে। তখন খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়েছিল এক কোটি টন, যা বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি টন। সামষ্টিক অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেছে এবং সেবাখাতের অবদান ৫১% এ উন্নীত হয়েছে। ১৯৭২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্জন অসামান্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, কোভিড-১৯ এর পর যে ১১টি দেশে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে, বাংলাদেশ তার অন্যতম। ২০০৮ সালের বিশ্ব আর্থিক সংকটকালে বাংলাদেশ সঠিক পথে হেঁটেছে। বাংলাদেশ অনেক শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছিল শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য নয়, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ, লালন এবং সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা থেকেও বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল।

(১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদনা পরিষদ

- **নির্বাহী সম্পাদক**
  জি. এম. আবুল কালাম আজাদ
- **সম্পাদক ও প্রকাশক**
  সাঈদা খানম
- **বিভাগীয় সম্পাদক ও সদস্য**
  মহুয়া মহসীন
  আজিজা বেগম
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন

ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম 'বিনিময়' এর উদ্বোধন

'বিনিময়' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক উপস্থিত ছিলেন। গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন

বাংলাদেশে সকল ধরনের পরিশোধ মাধ্যম ও পরিশোধ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তঃলেনদেন সম্পন্নের লক্ষ্যে ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম 'বিনিময়' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ১৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখ ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এনএম জিয়াউল আলম পিএএ। বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মোঃ মেজবাউল হক অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং 'বিনিময়' এর বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ বলেন, ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ যখন সরকার গঠন করে তখন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বলে কিছু ছিল না। বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা বাংলাদেশে ডিজিটাল অবকাঠামো নির্মাণের প্রস্তাব দেয় কিন্তু এগুলো ছিল কনসালট্যান্সির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচের নামান্তর। নিজেদের দেশ বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার কৃতিত্ব সমগ্র দেশবাসীকে দিয়ে তিনি বলেন, আমরা সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে নিজস্ব মেধা ও সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি, একদম প্রত্যন্ত গ্রামে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের জন্য ফাইবার অপটিক্স লাইন টেনে নিয়েছি। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের সকল পর্যায়ের মানুষকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় এনে বাংলাদেশে একটি 'ক্যাশলেস সোসাইটি' গড়ে তোলা। ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম 'বিনিময়' এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর হওয়ার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের এই ভিশনকে ধারণ করায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং 'বিনিময়' এর সাথে সংশ্লিষ্ট টিমকে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিশেষ অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, একই সাথে তিনি একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ে তোলার ভিত্তি রচনা করেছেন। ১৯৭২ সালে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সদস্য পদ গ্রহণ, ১৯৭৫ সালে দেশের প্রথম মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র 'বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র' নির্মাণসহ জাতির পিতার বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে সেই বিষয়টিই প্রতীয়মান হয় বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নপূরণের সারথী সজীব ওয়াজেদ। লাল ফিতার দৌরাত্ম্য, আর্থিক খাতের দুর্নীতি বন্ধে 'পেপারলেস অফিস ওয়ার্ক' তাঁরই স্বপ্ন। কাগজপত্রের পরিবর্তে ওয়েবসাইট, ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে কাজ করার সুফল দেশবাসী ভোগ করেছে করোনার সময় যখন সব অফিস আদালত বন্ধ ছিল। ঠিক একইভাবে সকল ধরনের পরিশোধ মাধ্যম ও পরিশোধ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তঃলেনদেন সম্পন্নের লক্ষ্যে ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম 'বিনিময়' আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নতুন বিপ্লব আনবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ও সকল পক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম 'বিনিময়' আজ আলোর মুখ দেখেছে। পেমেন্ট সিস্টেমের আধুনিকায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদা নিয়োজিত উল্লেখ করে তিনি ২০০৯ সালে বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (বিএসিএইচ), ২০১১ সালে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমস্ (এমএফএস), ২০১৫ সালে রিয়াল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (আরটিজিএস)সহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। গভর্নর বলেন, আন্তঃলেনদেন সম্পন্নের ক্ষেত্রে যে অপূর্ণতা ছিল বিনিময়ের উদ্বোধনের মাধ্যমে তা পূর্ণতা পেয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের দেশের সকল পর্যায়ের মানুষকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনা এবং বাংলাদেশে একটি 'ক্যাশলেস সোসাইটি' গড়ে তোলার স্বপ্নপূরণে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বাত্মক সহায়তা করবে এ আশা ব্যক্ত করে গভর্নর বক্তব্য শেষ করেন।

(৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২২ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন মন্ত্রিসভায় অভিনন্দন জ্ঞাপন

সাফ নারী চ্যাম্পিয়ানশিপ-২০২২ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল

নেপালে ৬-১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ 'SAFF Women's Championship 2022' টুর্নামেন্টে স্বাগতিক নেপালকে ফাইনালে ৩-১ গোলে পরাজিত করে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল। জাতীয় নারী ফুটবল দলের এই অসামান্য ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য সকল খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১০ অক্টোবর ২০২২ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অভিনন্দন প্রস্তাবে বলা হয়, "১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে নেপালের দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ 'সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২২' টুর্নামেন্টে স্বাগতিক নেপালকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে বাংলাদেশ নারী জাতীয় ফুটবল দল। এই টুর্নামেন্টে দাপুটে বাংলাদেশ মালদ্বীপকে ৩-০, পাকিস্তানকে ৬-০ এবং বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারতকে ৩-০ গোলের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়। সেমিফাইনালে বাংলাদেশ ভুটানকে ৮-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করার মাধ্যমে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ফাইনালে স্বাগতিক নেপালকে ৩-১ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে ষষ্ঠ 'সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২২' টুর্নামেন্টে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বাংলাদেশ নারী জাতীয় ফুটবল দলের নৈপুণ্যে ভাস্বর এ বিজয় দেশের ফুটবলের ক্ষেত্রে এক অনন্য অর্জন। বাংলাদেশ দল একটি পরিপূর্ণ ও সুসংহত দল হিসেবে শক্তিশালী ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারত ছাড়াও পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপকে পরাজিত করার মাধ্যমে দেশকে উপহার দিল এক অসামান্য বিজয়। এ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন সর্বোচ্চ গোলদাতা ও সেরা খেলোয়াড় এবং রূপনা চাকমা সেরা গোলরক্ষকের খেতাব অর্জন করেন।

এই সফলতা অদম্য এক ঝাঁক নারীর ইস্পাত কঠিন প্রত্যয় ও ধারাবাহিক সংগ্রামের অনিবার্য অর্জন। এ অর্জনের সূচনা হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেয়েদের জন্য বেগম ফজিলাতুন নেসা কাপ টুর্নামেন্ট প্রবর্তন করার মাধ্যমে। এর ফলে ছোটবেলা থেকেই বাংলার মেয়েদের ফুটবলে হাতেখড়ি হয় এবং পরবর্তী সময়ে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আজকের এই সফলতার সোনার হরিণ বাস্তবরূপে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে।

মন্ত্রিসভা মনে করে যে, এ বিজয় দেশের খেলাধুলার অব্যাহত উন্নয়নসহ নারীর ক্ষমতায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির অর্জিত সাফল্য ফলপ্রসূতার পরিচায়ক। বাংলার মেয়েদের অনন্য এ বিজয়ে অগণিত নারী আত্মপ্রত্যয়ে জেগে ওঠার শক্তি পাবে। মন্ত্রিসভা আশা করে যে, এ অনন্য অর্জন বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে এবং উত্তরোত্তর সফলতা অর্জনে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

মন্ত্রিসভা বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের এই অসামান্য ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য সকল খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে।"

উল্লেখ্য, ষষ্ঠ 'সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২২' টুর্নামেন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মাধ্যমে পুরুষ কিংবা মেয়েদের ফুটবল যে কোনো ফরম্যাটে ২০০৩ সালের পর সাফ শ্রেষ্ঠত্ব পেল বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পুরুষ দল এর আগে সর্বশেষ ২০০৩ সালে দক্ষিণ এশিয়ান ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এবার ১৯ বছর পর বাংলার সোনার মেয়েদের অসাধারণ নৈপুণ্যে দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলে শিরোপা জয়ের স্বাদ পেয়েছে লাল-সবুজের বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ২০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে নির্বাহী পরিচালক মোঃ ওবায়দুল হকের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ডেপুটি গভর্নর আবু ফরাহ মোঃ নাছের উপস্থিত ছিলেন। এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট ও অন্যান্য প্রজেক্টের আয়োজনে সভায় উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক নুরুন নাহার এবং মোঃ খোরশেদ আলম। এছাড়াও পরিচালক মনোজ কুমার হাওলাদার, আব্দুল ওয়াহাব ও মনি শংকর কুণ্ডু প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন

শেখ রাসেল দিবস-২০২২ উপলক্ষে আলোচনা সভা

'শেখ রাসেল দিবস-২০২২' উপলক্ষে আলোচনা সভায় ডেপুটি গভর্নর আহমেদ জামাল বক্তব্য রাখছেন। সভায় অন্য সকল ডেপুটি গভর্নর ও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ১৮ অক্টোবর, ২০২২ 'শেখ রাসেল দিবস-২০২২' উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর আহমেদ জামাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর কাজী ছাইদুর রহমান, এ, কে, এম সাজেদুর রহমান খান এবং আবু ফরাহ মোঃ নাছের। আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, পরিচালকবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর আহমেদ জামাল বলেন, যুদ্ধের সময় মানবতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধ সংঘঠিত হয়। তবে যুদ্ধের সময়েও নারী এবং শিশুদের প্রতি সদয় আচরণ প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু ১৫ আগস্টের ঘাতকদের মধ্যে সেই ন্যূনতম মানবতাটুকুও ছিল না। জাতির পিতার কনিষ্ঠ সন্তান যে কি-না রাজনীতির কিছুই বুঝতো না ঘাতকেরা সেই নিষ্পাপ শিশুটিকেও নিস্তার দেয়নি। তিনি বলেন, শেখ রাসেল দিবসের অঙ্গীকার হোক প্রতিটি শিশুর জন্য একটি সুন্দর ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ সৃষ্টি। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যার হাতকে শক্তিশালী করার মাধ্যমেই আমরা প্রতিটি শিশুর জন্য একটি সুন্দর আগামী নিশ্চিত করতে পারি।

ডেপুটি গভর্নর কাজী ছাইদুর রহমান বলেন, সকল শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার মূর্ত প্রতীক শেখ রাসেল। তিনি আমাদের মাঝে নেই, আছে তার পবিত্র স্মৃতি। বুকে ব্যথা নিয়েই আমাদের এই দিবস পালন করে যেতে হবে। একই সাথে এত অল্প সময়ে এত সুন্দর আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই আলোচনা সভায় সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই প্রমাণ করে মাসুম শিশু শেখ রাসেলের প্রতি সকলেই হৃদয়ে অফুরান ভালোবাসা ধারণ করেন।

ডেপুটি গভর্নর এ, কে, এম সাজেদুর রহমান খান বলেন, ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর যে ফুলটি ফুটেছিল তা সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই মাত্র দশ বছর বয়সে ঝরে পড়ে। অন্যান্য জন্মদিবসের মতো এটি নয়, আজকের দিনটি দুঃখ ভারাক্রান্ত। ঘাতকেরা ভালো করেই জানতো বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলে তাঁর পরিবারের যে কেউ আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। তাই তারা শিশু রাসেলকেও নিস্তার দেয়নি।

ডেপুটি গভর্নর আবু ফরাহ মোঃ নাছের বলেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় এত বিপুল উপস্থিতি প্রমাণ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ দিবসটিকে মনে-প্রাণে ধারণ করে। জন্মদিন আনন্দঘন হওয়ার কথা কিন্তু আজকের পরিবেশ তা নয়। কারণ কিছু মানুষরূপী পশুর অপচেষ্টায় একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে '৭৫ এর ১৫ আগস্ট। যে জাতির জন্য জাতির পিতা আজীবন সংগ্রাম করলেন সেই বাঙালির হাতে শিশু রাসেলসহ প্রাণ হারাতে হয়েছে তাঁর পুরো পরিবারকে। এই গ্লানি আমাদের আজন্ম বয়ে বেড়াতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মোঃ হুমায়ুন কবির বলেন, শেখ রাসেল দিবসের তাৎপর্য শুধু স্মৃতিচারণ নয়, জাতীয় জীবনে এর গুরুত্ব অনেক। শেখ রাসেলকে হারিয়ে আমরা তার নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছি। যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তাহলে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্বমুক্ত বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে তার মেধার স্বাক্ষর রাখতে পারতেন। যে ভিশন ও মিশনকে সামনে রেখে জাতির পিতা আজীবন সংগ্রাম করেছেন তা বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা দিনরাত কাজ করছেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকার হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার মাধ্যমে তাঁর হাতকে শক্তিশালী করাই হোক শেখ রাসেল দিবসের প্রতিজ্ঞা।

আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক এ, কে, এম, মাসুম বিল্লাহ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম লিটন, অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ ব্যাংক ও বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম খন্দকার, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর আল আজাদ এবং মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম কমান্ড বাংলাদেশ ব্যাংকের সভাপতি মোঃ অহিদুল ইসলাম। আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের সভাপতি এইচ, এম, দেলোয়ার হোসাইন। আলোচনার সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত এবং শিশু রাসেলসহ ১৫ আগস্ট শাহাদাৎ বরণকারী সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। এরপর শেখ রাসেলকে নিয়ে রচিত থিম সং এবং তার জীবনী নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। শেখ রাসেল জাতীয় দিবস-২০২২ এর মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক, দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক।' বঙ্গবন্ধু পরিষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যকরী সভাপতি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ হোসেন অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের পরিচালক এ. বি. এম. জহুরুল হুদা ৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসে বহাল হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক হিসেবে ১৯৯৩ সালে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি বিএফআইইউ, রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট, সুপারভিশন ডিপার্টমেন্টসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আরিফুজ্জামান ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) এ বহাল হয়েছেন। তিনি ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ হতে বি.কম সম্মানসহ এম. কম ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি কৃষি ঋণ পরিদর্শন বিভাগ, ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রাম্স ডিপার্টমেন্ট ও বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে তিনি ভারত, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড ও ভিয়েতনাম ভ্রমণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে দুই পুত্র সন্তানের জনক মোঃ আরিফুজ্জামান মাগুরা জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষিঋণ বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মামুনুর রহমান ৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে (বিবিটিএ) বহাল হয়েছেন। মামুনুর রহমান ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ ও কৃষি ঋণ বিভাগ এবং খুলনা অফিসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ/শাখায় সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯০ সালে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও ১৯৯২ সালে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে আইবিবি থেকে ডিএআইবিবি সম্পন্ন করেন। মামুনুর রহমান ২৫ অক্টোবর ১৯৬৯ তারিখে খুলনা শহরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম আইনজীবী পিতা ও শিক্ষিকা মাতার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম অ্যাডভোকেট শেখ মারুফার রহমান ও মাতার নাম ফরিদা আখতার (লুসি)। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই কন্যা সন্তানের জনক। দাপ্তরিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনে তিনি ভারত ও সৌদি আরব সফর করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ এনামুল করিম খান ১১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক হিসেবে ১৯৯৯ সালে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বিএসএস ও এমএসএস ডিগ্রি অর্জন করেন।
তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ পরিদর্শন বিভাগ, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট, পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল অব ফাইন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট থেকে সিইআরএম ডিগ্রি অর্জন, দ্য ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স (আইবিবি) হতে ডিএআইবিবি, ডিজিটাল ফ্রন্টিয়ার ইন্সটিটিউট হতে বিভিন্ন কোর্স সম্পন্ন করেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে তিনি জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, চীন, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা ও ভারত ভ্রমণ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ আবুল হাসেম ২৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখে পরিচালক পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে বহাল হয়েছেন। তিনি ১৯৯৯ সালে সহকারী পরিচালক (জেনারেল) হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। তিনি ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ এবং ভিজিলেন্স উপ-বিভাগে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ থেকে বি.কম সম্মানসহ এম.কম ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যাংকিং পেশায় বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) থেকে মাস্টার্স ইন ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (এমবিএ), ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল অব ফাইন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট থেকে সার্টিফাইড এক্সপার্ট ইন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (সিইআরএম) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চ থেকে অ্যাডভান্সড ইকোনমেট্রিক্স, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) থেকে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএফআরএস) ও ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএএস) এর উপর দু'টি মধ্য মেয়াদি কোর্স এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে কমিউনিকেটিভ ইংলিশের উপর একটি কোর্স সম্পন্ন করেন। এছাড়া, তিনি আইবিবি থেকে ডিএআইবিবি এবং ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট, আইএমএফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ডিপোজিট ইন্স্যুরার্স থেকে অনলাইনে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, মনিটারি পলিসি, ব্যাসেল-টু, ব্যাসেল-থ্রি, ফিনটেক, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি, ম্যাক্রোপ্রুডেনসিয়াল সুপারভিশন, লিডারশিপ ইত্যাদি বিষয়ের উপর শতাধিক কোর্স সম্পন্ন করেন। দেশের ব্যাংকিং খাত এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতে ব্যাসেল-টু বাস্তবায়নে তিনি দীর্ঘদিন সফলতার সাথে কাজ করেছেন। একজন মেধাবী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক রিকগনিশন এন্ড রিওয়ার্ডে ভূষিত হন। তিনি বিভিন্ন উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ঘানা ও তুরস্ক ভ্রমণ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত পরিচালক ইমতিয়াজ আহমদ মাসুম ২৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখে পরিচালক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। তিনি ১৯৯৯ সালে সহকারী পরিচালক (জেনারেল) হিসেবে যোগদান করেন। ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিলেন্স বিভাগ, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট এবং একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টে তিনি সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ইমতিয়াজ আহমদ মাসুম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগ হতে বি.কম (সম্মান)সহ এম.কম ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে পেশাগত উৎকর্ষতার জন্য এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি হতে প্রফেশনাল মাস্টার্স ইন ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল অব ফাইন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট হতে সার্টিফাইড এক্সপার্ট ইন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, আইবিবি হতে ডিএআইবিবি এবং বিআইবিএম হতে ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মেধাবী কর্মকর্তার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০১৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড (স্বর্ণপদক) অর্জন করেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে তিনি ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ও জার্মানিতে বিভিন্ন সময়ে অর্থনীতি, ব্যাংক সুপারভিশন, তথ্য প্রযুক্তি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

সিএমএসএমই খাতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রোগ্রাম বিষয়ক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

Skills for Employment Investment Program (SEIP) আয়োজিত কনফারেন্সে গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বক্তব্য রাখছেন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের আয়োজনে ২৯ অক্টোবর ২০২২ Entrepreneurship Development Program & Open Loan Disbursement শীর্ষক একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে অনুষ্ঠিত এ কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার। ডেপুটি গভর্নর আবু ফরাহ মোঃ নাছেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন SEIP প্রকল্পের নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক মোঃ এখলাছুর রহমান। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন SEIP প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ, তফসিলি ব্যাংকসমূহের প্রধান নির্বাহীবৃন্দ, বিভিন্ন অংশীজন ও উদ্যোক্তাবৃন্দ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নতুন ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা, দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকার এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এ কনফারেন্সে অংশ নেন। কনফারেন্সে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, আয় বৈষম্য হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিরন্তর কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন SEIP প্রকল্পের Tranche-3 এর আওতায় Entrepreneurship Development Program (EDP) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। দেশের তরুণ উদ্যমী উদ্যোক্তাদের এগিয়ে নেয়ার প্রয়াসে 'উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রোগ্রাম' অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে। SEIP প্রোগ্রাম একটি প্রতীকী উদ্যোগ উল্লেখ করে তিনি ব্যাংকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, সকল ব্যাংক তাদের CSR তহবিল থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে CSR নীতিমালায় কোনো ধরনের পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তা-ও করা হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। বিভিন্ন ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের উদ্দেশ্যে গভর্নর বর্তমান বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি এবং ওয়েজ আর্নারদের রেমিট্যান্স প্রেরণের ব্যয় হ্রাসকরণের উদ্দেশ্যে দেশে অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ফি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বহনের জন্য তিনি আহ্বান জানান। এর ফলে একদিকে যেমন রেমিট্যান্স প্রেরণকারীগণ দেশে অর্থ প্রেরণে উৎসাহিত হবেন অপরদিকে ব্যাংকসমূহও তাদের কাঙ্ক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে। প্রবাসীদের কষ্টার্জিত টাকা যেন কোনোভাবেই অবৈধ চ্যানেলে না যায় সে ব্যবস্থা গ্রহণের উপর জোর দিয়ে গভর্নর প্রয়োজনে মালদ্বীপসহ যেসব দেশ থেকে রেমিট্যান্স আহরণের সুযোগ রয়েছে সেসব দেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে ব্যাংক নির্বাহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গম, চিনি, ডাল, ভোজ্য তেলসহ আমদানিনির্ভর যেসকল খাদ্যসামগ্রী রয়েছে তার আমদানি যেন কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে গভর্নর আহ্বান জানান। একইসাথে অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসদ্রব্য আমদানিতে এলসি খোলার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করার জন্য ব্যাংকারদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিশেষ অতিথি মোঃ এখলাছুর রহমান তার বক্তৃতায় বলেন, Skills for Employment Investment Program (SEIP) এর আওতায় উদ্যোক্তা/কর্মীদের এমনভাবে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যার ফলে প্রশিক্ষিত কর্মীগণ স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধ হন। SEIP প্রকল্পের অধীনে উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির উপর নির্মিত একটি ডকুমেন্টারি অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের SEIP প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট-এর উদ্যোগে প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষণ উপকরণ হিসেবে প্রকাশিত 'উদ্যোগ সফলতায় ১০০ ঘন্টা' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। কনফারেন্সে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মোঃ জাকের হোসেন শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে সোনালী ব্যাংকের সিইও ও এমডি আফজাল করিম, ব্র্যাক ব্যাংকের এমডি ও সিইও সেলিম রেজা ফরহাদ হোসেন, ইসলামী ব্যাংকের এমডি ও সিইও মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা এবং আইএফআইসি ব্যাংকের এমডি ও সিইও শাহ্ এ সারওয়ার বক্তব্য প্রদান করেন।

বিভিন্ন ব্যাংকের অধীনে প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্তকারী উদ্যোক্তাদের মধ্য হতে ৮৮ জনকে গভর্নর কর্তৃক প্রতীকী চেক তুলে দেওয়ার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত উদ্যোক্তাগণের পক্ষ হতে আলোচ্য Entrepreneurship Development Program(EDP) এর প্রশংসা করে বক্তব্য রাখা হয়। উদ্যোক্তাগণ নিয়মিত এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আয়োজনের পরামর্শ দেন যাতে দেশের প্রান্তিক উদ্যোক্তাগণও এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের ব্যবসা সফলভাবে পরিচালনা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু ফরাহ মোঃ নাছের বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের SEIP প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব। উচ্চ মূল্যমানের পণ্য উৎপাদনে এবং দক্ষ কর্মবল সৃষ্টিতে এ প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে তিনি জানান। বিভাগের যুগ্মপরিচালক জাহিদ ইকবাল কনফারেন্সে সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন।

বিএফআইইউ এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ প্রকাশ এবং মতবিনিময় সভা

মতবিনিময় সভায় বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা মোঃ মাসুদ বিশ্বাস বক্তব্য রাখছেন

বিএফআইইউ এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ প্রকাশ এবং বিএফআইইউ এর কার্যক্রম বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মীদের সাথে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ৩১ অক্টোবর ২০২২ তারিখ একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা মোঃ মাসুদ বিশ্বাস। মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে বিএফআইইউ এর উপপ্রধান কর্মকর্তা ও নির্বাহী পরিচালক মোঃ নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক জি. এম. আবুল কালাম আজাদ, বিএফআইইউ এর পরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম ও মোঃ আরিফুজ্জামান, বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী মুখপাত্র ও ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সের পরিচালক সাঈদা খানম, বিএফআইইউ এর অতিরিক্ত পরিচালক কামাল হোসেন এবং মোঃ মাসুদ রানাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

২০২১-২২ অর্থবছরে বিএফআইইউ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের বিষয়ে সভাপতির বক্তব্যে বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা মোঃ মাসুদ বিশ্বাস বলেন, বিএফআইইউ এর জবাবদিহিতার মনোভাব ও কর্মকর্তাদের দায়িত্ববোধ, কর্মনিষ্ঠা এবং সর্বোপরি কর্মদক্ষতার ফলে বিগত বছরগুলোর তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনেক পূর্বেই প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে এবং এজন্য তিনি সম্পাদনা কমিটিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে তিনি বলেন, বিএফআইইউ এর কার্যক্রমের পরিসংখ্যান ও তথ্যাদির পাশাপাশি এ বছরের প্রতিবেদনে বিএফআইইউ এর ২০-বছর পূর্তি উদ্‌যাপন সংক্রান্ত নিবন্ধ, বিএফআইইউ কর্তৃক আদালতে দাখিলকৃত মামলা সংক্রান্ত তথ্য এবং একাধিক বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সভায় অতিরিক্ত পরিচালক কামাল হোসেন বিএফআইইউ এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ এর বিস্তারিত তুলে ধরেন। পরে উন্মুক্ত আলোচনায় বিএফআইইউ প্রধান মোঃ মাসুদ বিশ্বাস ও অতিরিক্ত পরিচালক কামাল হোসেন সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উপর আলোকপাত করেন।

অর্থপাচার বিষয়ে একজন সংবাদকর্মীর প্রশ্নের জবাবে মোঃ মাসুদ বিশ্বাস বলেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমদানি ঋণপত্রে পণ্যের মূল্য অনেক বেশি দেখিয়ে অর্থ পাচার হয়। পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, যে কোনো উপায়েই হোক-একবার অর্থ পাচার হলে তা ফেরত আনা কঠিন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুসন্ধানে ২০ থেকে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্য বাড়িয়ে দেখিয়ে কোনো কোনো পণ্য আমদানি করার নজির পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে এ বিষয়ে নজরদারি জোরদার করার ফলে এ সমস্যা অনেকটাই কমে এসেছে। এখন কর ফাঁকির উদ্দেশ্যে মূল্য কম দেখিয়ে যা আমদানি হচ্ছে সে বিষয়েও তদারকি জোরদার করা হচ্ছে। বিএফআইইউ'র কাজের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে মোঃ মাসুদ বিশ্বাস বলেন, বিএফআইইউ কার্যক্রম সম্পাদনে শতভাগ স্বাধীন। আমাদের পর্যালোচনায় প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে পাঠানো হয়। তাদের আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা আছে, এজন্য আমাদের কাজের সফলতার জন্য তাদের ওপর নির্ভর করতে হয়।

রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধিতে বিএফআইইউ এর পদক্ষেপ প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার সাথে সাথে ডিজিটাল হুন্ডির মাধ্যমে লেনদেন বেড়ে গিয়েছে যা বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে একটি বড় বাধা এবং ডিজিটাল হুন্ডি তথা এমএফএস হিসাবের মাধ্যমে হুন্ডি তৎপরতা রোধে বিএফআইইউ ও সিআইডি বিগত সময়ের ন্যায় একযোগে কাজ করছে। হুন্ডি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় এ পর্যন্ত কয়েক হাজার এজেন্টের চুক্তি বাতিল করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

Basel Anti Money Laundering (AML) Index-2022 সংক্রান্ত রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বিএফআইইউ প্রধান বলেন, বিগত বছরে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় বাংলাদেশের উন্নতি সাধিত হয়েছে; যা বর্তমান সরকারের দুর্নীতি ও মানিলন্ডারিংয়ের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি এবং তা বাস্তবায়নে যথাযথ আইনি কাঠামো প্রণয়ন ও ক্ষমতা প্রদানের ফলে সম্ভবপর হয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ আটটি দেশকে পিছনে ফেলে র‍্যাংকিংয়ের ৩৩ নম্বর দেশ হতে ৪১ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছে; রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে ভালো।

সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অর্থ জমা প্রসঙ্গে বিএফআইইউ'র অতিরিক্ত পরিচালক কামাল হোসেন বলেন, সুইজারল্যান্ডের দুই শতাধিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে সব দেশে জমা হওয়া অর্থই সুইস ব্যাংকের প্রতিবেদনে আসছে। বিভিন্ন দেশে থাকা বিত্তবান প্রবাসী বাংলাদেশিরা এসব ব্যাংকে অর্থ জমা রাখছেন। আর সুইস ব্যাংকে যে অর্থ জমার কথা বলা হচ্ছে, তার মাত্র তিন শতাংশ ব্যক্তি পর্যায়ের; যার পরিমাণ ২৪২ কোটি টাকা। বাকি ৯৭ শতাংশ টাকা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের অসমন্বিত হিসাব বা নস্ট্রো হিসাবের স্থিতি। তিনি আরও বলেন, গণমাধ্যমে শুধু সুইস ব্যাংকে জমা হওয়া অর্থের তথ্য প্রকাশিত হয় কিন্তু বাংলাদেশি প্রবাসীদের দায়ের তথ্য প্রকাশিত হয় না।

সুইস ব্যাংক থেকে তথ্য প্রাপ্তির বিষয়ে তিনি বলেন, সুইজারল্যান্ড আইন পরিবর্তন করেছে; অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, অভিযোগের বিষয়বস্তু ও সে দেশের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নাম পাঠালে সুইজারল্যান্ডের আগামী বছর থেকে তথ্য দিতে পারার কথা।

উল্লেখ্য, ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটে ৮,৫৭১টি সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম প্রতিবেদন (এসটিআর/এসএআর) দাখিল করা হয়েছে; যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ৬২.৩২ শতাংশ বেশি এবং এসব প্রতিবেদনে সংস্থাসমূহ কর্তৃক ২,৩৫০ কোটি টাকা সন্দেহজনক লেনদেন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর আগে ২০২০-২১ অর্থবছরে এমন লেনদেন ও কার্যক্রম প্রতিবেদন ছিল ৫,২৮০টি। ব্যাংকসহ বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহ হতে এ ধরনের রিপোর্ট দাখিলের ক্রমবৃদ্ধি হার প্রতিষ্ঠানসমূহের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কাঠামোর কার্যকারিতা ও কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির নির্দেশ করে বলে বিএফআইইউ জানায়।

২০২১-২২ অর্থবছরে বিএফআইইউ বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থায় ৮৪টি আর্থিক গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে; তন্মধ্যে ৩২টি গোয়েন্দা প্রতিবেদন ই-কমার্সের দুর্নীতি ও জাল-জালিয়াতি সংক্রান্ত। এর পাশাপাশি, ই-কমার্সের দুর্নীতি ও জাল-জালিয়াতি সংক্রান্ত ৩০টি কেসের সারাংশ প্রতিবেদন কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছে।

আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা - ২০২২ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার আয়োজনে প্রধান কার্যালয়ের আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ব্যাংক ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২২ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার সভাপতি মুহাম্মদ নাজমুল হকের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর কাজী ছাইদুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান খান তানিন ও বহিঃক্রীড়া সম্পাদক নাসিমুল হক শিবলী।

প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া ১০টি দল চমৎকার ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শনের মাধ্যমে দর্শকদের একটি আকর্ষণীয় টুর্নামেন্ট উপহার দেয়। প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় টিম এফএসডি অ্যান্ড স্ট্যাট টাইব্রেকারে মতিঝিল ইউনাইটেডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী খেলায় টিম এইচআর ২-০ গোলে টিম এফআরটিএমডিকে পরাজিত করে।

আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা, পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর আহমেদ জামাল এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ হুমায়ুন কবির। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার সভাপতি মুহাম্মদ নাজমুল হক। সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যাংক ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান খান তানিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

প্রধান অতিথি বিজয়ী দলকে ৩০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। এছাড়া রানারআপ দলকে ২৫ হাজার টাকার চেক এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দলকে ২০ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় ম্যান অব দি ফাইনাল নির্বাচিত হন মোঃ বরকত উল্লাহ্ দীপু (এফএসডি অ্যান্ড স্ট্যাট)। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন শিমুল ভট্টাচার্য্য (এফএসডি অ্যান্ড স্ট্যাট), সর্বোচ্চ গোলদাতা নির্বাচিত হন যৌথভাবে শিমুল ভট্টাচার্য্য (এফএসডি অ্যান্ড স্ট্যাট) ও বদিউজ্জামান সোহাগ (মতিঝিল ইউনাইটেড), সেরা গোলকিপার নির্বাচিত হন মোঃ আকরাম হোসেন সনেট (টিম বার্নার্স), সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় নির্বাচিত হন মাহবুব হাসান তালুকদার (টিম এইচআর), সেরা ডিফেন্ডার নির্বাচিত হন মোঃ নোয়াব শিকদার (মতিঝিল ইউনাইটেড), সেরা কোচ নির্বাচিত হন মোঃ নূর হোসেন (মতিঝিল ইউনাইটেড)। এছাড়া ফেয়ার প্লে ট্রফি প্রদান করা হয় এফআরটিএমডি দলকে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি কর্তৃক বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেয়ার মাধ্যমে আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২২ সমাপ্ত হয়।

গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২২ এর উদ্বোধন করেন

আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২২ এর বিজয়ী চ্যাম্পিয়ন দলের সাথে ডেপুটি গভর্নর আহমেদ জামাল

'বিনিময়' এর উদ্বোধন

(৩ পৃষ্ঠার পর)

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এনএম জিয়াউল আলম পিএএ বলেন, বাংলাদেশের ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে বিনিময়ের উদ্বোধন একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এর মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে গেলাম। 'বিনিময়' নামটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া জানিয়ে তিনি বলেন, এই ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা আনয়নসহ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত সম্ভব হবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হয়। এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। সমাপনী বক্তব্যের শেষে প্রাচ্যনাট সংগঠন কর্তৃক সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়।

'বিনিময়' ডিজিটাল আর্থিক লেনদেনের জন্য একটি যুগান্তকারী প্ল্যাটফর্ম- যা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সরকারের একটি সময়োচিত ও সুদূর প্রসারী পদক্ষেপ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, সরকার সকল ব্যাংক এমএফএস অপারেটর ও পিএসপি অ্যাকাউন্টকে ইন্টারঅপারেবল করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ফলে ভোক্তা, ব্যবসায়ী, পিএসপি, ই-ওয়ালেটস, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেন সহজ হবে। বিনিময় সব ধরনের আর্থিক লেনদেনকে ব্যয়-সাশ্রয়ী ও সহজ করার সাথে সাথে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। এছাড়াও এর মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন প্রদান, রেমিট্যান্স পাঠানো, ট্যাক্স/ভ্যাট পরিশোধ, বিভিন্ন উপযোগী বিল পরিশোধ ও ই-কমার্স লেনদেন করা যাবে।

ওয়েবভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম বিনিময় ব্যাংকের বিভিন্ন অ্যাপস, মোবাইল আর্থিক সেবা ও পেমেন্ট সিস্টেম প্রোভাইডারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক, আইসিটি ডিভিশন এবং আইসিটি ডিভিশনের ইনোভেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট অ্যাকাডেমি (আইডিইএ) প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে ভেলওয়্যার লিমিটেড, মাইক্রোসফট্ বাংলাদেশ ও অরিয়ন ইনফর্মেটিক্স লিমিটেড এই প্ল্যাটফর্মটি তৈরিতে সহায়তা করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ১০ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে এক প্রজ্ঞাপনে ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল লেনদেন প্ল্যাটফর্ম (আইডিপিটি)'র খরচ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করেছে। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, বিকাশ থেকে রকেটে টাকা পাঠাতে প্রতি হাজারে খরচ হবে পাঁচ টাকা। আর এমএফএস সেবা (বিকাশ, রকেট ইত্যাদি) থেকে ব্যাংকে টাকা পাঠাতে (প্রতি হাজারে) খরচ হবে ১০ টাকা। অপরদিকে এমএফএস থেকে পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডারের (পিএসপি) অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে খরচ হবে হাজারে পাঁচ টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডের বিশেষ সাধারণ সভা

'মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড', বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট, ঢাকা'র কার্যকরী কমিটির সদস্যগণ

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট ঢাকা'র বিশেষ সাধারণ সভা ৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তান মোঃ শফিকুল ইসলাম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত পরিচালক রাফিয়া সুলতানা এবং সভাটির সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন যুগ্ম পরিচালক কাজী শফিকুল ইসলাম। অতিরিক্ত পরিচালক রাফিয়া সুলতানাকে সভাপতি, যুগ্ম পরিচালক কাজী শফিকুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক এবং মোঃ ওয়াহিদুল ইসলামকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচন করে 'মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড', বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট, ঢাকা এর ৪৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মুজিবর রহমান নতুন কমিটি ঘোষণা করেন।

সভায় আসন্ন বিজয় দিবস'২০২২ উদযাপনের লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/পোষ্যদের মিলনমেলা অনুষ্ঠান ও মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান; উক্ত অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক লেখা, মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/পোষ্যদের তথ্য সম্বলিত ম্যাগাজিন প্রকাশ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ম্যাগাজিনের তথ্য সংগ্রহের জন্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তানরা তথ্য পঞ্জিকা ফরম পূরণের মাধ্যমে সাংগঠনিক কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এ সাংগঠনিক কর্মসূচি ১৫ নভেম্বর'২০২২ তারিখ পর্যন্ত চলে। সাদেল আল বেনজাদীদের মায়ের মৃত্যুতে সভায় শোক প্রকাশ করা হয়। নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংক তথা দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে বীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তানগণকে সর্বদা সজাগ থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকে দেশের সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত বীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তানগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে সভায় উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নবগঠিত কমিটির সকল সদস্য দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদনের পাশাপাশি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবেন মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে সেমিনার

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উদ্যোগে ২৮ আগস্ট ২০২২ তারিখ Islamic Monetary Policy in a Dual Banking System ও Dissecting and Correcting Misconceptions in Islamic Banking and Finance বিষয়ে দু'টি সেমিনার বিবিটিএ'র এ, কে, এন, আহমেদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনার দু'টিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ কবির আহাম্মদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিবিটিএ'র পরিচালক মোঃ গোলজারে নবী ও মোঃ মেজবাহ উদ্দিন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব নিউ অরলিনস্ এর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কবির হাসান। সেমিনার দু'টিতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির পরিচালক দীপংকর ভট্টাচার্য্য। সেমিনারে বিবিটিএ'এর সকল পরিচালক, অনুষদ সদস্য, বিবিটিএ'তে চলমান ৪৪তম ও ৪৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, প্রধান কার্যালয়ের ১০টি বিভাগ হতে আমন্ত্রিত ২৩ জন কর্মকর্তা, ১০টি ইসলামি ব্যাংক, ইসলামি ব্যাংকিং শাখা পরিচালনাকারী ৯টি কনভেনশনাল ব্যাংক, ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডো পরিচালনাকারী ১৪টি কনভেনশনাল ব্যাংক, ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিতে পরিচালিত তিনটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সেন্ট্রাল শরিয়াহ্ বোর্ডের কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিবিটিএ'র নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ কবির আহাম্মদ সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কবির হাসানকে তার কর্মব্যস্ততার মাঝেও মূল্যবান সময় প্রদান করায় আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হলো স্বল্প সংখ্যক শরিয়াহ্ভিত্তিক হাতিয়ার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় শরিয়াহ্ভিত্তিক হাতিয়ারসমূহের প্রয়োগের বিষয়টি না থাকা, শরিয়াহ্ভিত্তিক হাতিয়ারসমূহ সমন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকা এবং শরিয়াহ্ভিত্তিক মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অনুপস্থিতি। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, অধ্যাপক কবির হাসান কর্তৃক Islamic Monetary Policy in a Dual Banking System শীর্ষক যে প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুকুকসহ শরিয়াহ্ভিত্তিক হাতিয়ারসমূহের প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হবে ও দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কবির হাসান প্রথম সেমিনারে Islamic Monetary Policy in a Dual Banking System শীর্ষক আলোচনায় মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনা, তফসিলি ব্যাংকসমূহের করণীয়, Financial Intermediary Theory, রিবা, কনভেনশনাল ব্যাংক ও ইসলামি ব্যাংকের ঋণ প্রদানের মধ্যে পার্থক্য, ফিকহ্ এর আলোকে ইসলামি ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স, Money Creation in the Modern Economy, Interest Rate Channel, 5 Pillars of Islamic Monetary Policy প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বলেন ইসলামি ব্যাংক ও কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহের মধ্যে সহাবস্থান বজায় রাখতে হলে একটি কমপ্রিহেনসিভ মুদ্রানীতি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরও বলেন, যখন কোনো আর্থিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অংশ শরিয়াহ্ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তখনই মুদ্রা নীতিতে দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা উচিত। মনিটারি ট্রান্সমিশন অধিকতর কার্যকর করার জন্য ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে অতিরিক্ত তারল্য সঠিকভাবে পরিচালনা করা দরকার। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মুদ্রানীতি কাঠামোতে ইসলামি ব্যাংকগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা একটি জটিল কাজ।

অভ্যন্তরীণ সুকুক বাজারের গুরুত্ব শুধু ইসলামি মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের জন্যই প্রয়োজন তা নয়, সেইসাথে ইসলামি ব্যাংকগুলোর লাভজনকতা ও কার্যকারিতা বিস্তারের জন্যও আবশ্যকীয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় সেমিনারে Dissecting and Correcting Misconceptions in Islamic Banking and Finance শীর্ষক আলোচনায় ড. মোহাম্মদ কবির হাসান তার আলোচনায় মূলত ইসলামি ব্যাংকিং সম্পর্কে কতিপয় প্রচলিত ভুল ধারণা (Misconception) নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। সেমিনার দু'টির শেষ পর্যায়ে উপস্থাপিত বিষয়ের উপর পর্যালোচনা করেন একাডেমির পরিচালক মোঃ গোলজারে নবী। পরিশেষে একাডেমির পরিচালক জনাব দীপংকর ভট্টাচার্য্য প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী ও উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

সাপোর্টিং পোস্ট কোভিড-১৯ স্মল স্কেল এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন প্রজেক্টের সচেতনতা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

সাপোর্টিং পোস্ট কোভিড-১৯ স্মল স্কেল এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন প্রজেক্টের সচেতনতা বিষয়ক সভায় প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক নূরুন নাহার ও অন্যান্য অতিথি

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Supporting Post COVID-19 Small Scale Employment Creation Project এর প্রথম অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে চট্টগ্রামের স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের প্রকল্পের পরিচালক মোঃ সালাহ উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক নূরুন নাহার। প্রোগ্রামটিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মোঃ জাকের হোসেন, বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রামের পরিচালক, মোঃ নূরুল আলম, অতিরিক্ত পরিচালক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক রোজিনা আক্তার মুস্তাফী, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রিন্সিপাল ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর স্পেশালিস্ট Dongdong Zhang, প্রকল্পের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (TA) বাস্তবায়নকারী GFA Consulting Group gmbh এর টিম লিডার Ali Sabet, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং চট্টগ্রাম মহিলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালকদ্বয়। এছাড়া, উক্ত অনুষ্ঠানে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (PMU) এর কর্মকর্তাগণ, ১৩টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং রিটার্নিং মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারস, আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ এবং রুরাল অন্ট্রাপ্রেনিওর উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি মোঃ সালাহ উদ্দীন স্বাগত বক্তব্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। এরপর প্রকল্পের অতিরিক্ত পরিচালক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক রোজিনা আক্তার মুস্তাফী উপস্থিত সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকল্পের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্বাচিত পার্টিসিপেটিং ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন (PFIs)-কে রিটার্নিং মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারস, আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ এবং রুরাল অন্ট্রাপ্রেনিওর পরিচালিত/মালিকানাধীন কটেজ, মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে প্রদত্ত ঋণ সুবিধার বিপরীতে স্বল্প সুদে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাসমূহ প্রদান করা হবে বলে জানান। GFA Consulting Group gmbh এর টিম লিডার Ali Sabet আলোচ্য প্রকল্পের TA Component সম্পর্কিত একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

বিশেষ অতিথি এডিবি'র প্রিন্সিপাল ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর স্পেশালিস্ট Dongdong Zhang তার বক্তব্যে করোনার প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রিটার্নিং মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারস, আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ এবং রুরাল অন্ট্রাপ্রেনিওরদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। রিটার্নিং মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারস, আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ এবং রুরাল অন্ট্রাপ্রেনিওরদের দ্বারা পরিচালিত কটেজ, মাইক্রো এবং স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরনের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদানপূর্বক প্রকল্পের কার্যক্রমে এডিবি কর্তৃক সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রামের পরিচালক মোঃ নূরুল আলম বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কটেজ, মাইক্রো এবং স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতের গুরুত্বের বিষয়টি উল্লেখ করে আলোচ্য প্রকল্পটি এ খাতের ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের পুনরুজ্জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে উল্লেখ করেন। এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মোঃ জাকের হোসেন তাঁর বক্তব্যে প্রকল্প বাস্তবায়নে স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা তুলে ধরেন এবং উদ্যোক্তাদের কোভিড-১৯ পরবর্তী প্রেক্ষাপটে সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে একটি সেশন পরিচালনা করেন। উক্ত সেশনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সমস্যা এবং সম্ভাব্য সমাধানের পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, যুগ্ম পরিচালক ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক অসীম কুমার চন্দ আলোচ্য প্রকল্পের PFI কর্মকর্তাদের নির্ভুল আবেদন দাখিল এবং টার্গেট গ্রুপের জ্ঞাতার্থে প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি আলোচনাধর্মী উপস্থাপনা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক নূরুন নাহার তার বক্তব্যে বলেন, বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ২০২০ সালের শুরু হতে দেশে ফেরত আসা বাংলাদেশি শ্রমিক, ১৮-৪৫ বছর বয়সী বেকার যুবক (সরকারি/সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরের গ্রামীণ উদ্যোক্তা বিশেষত নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালিত কটেজ, মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার গৃহীত আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। আলোচ্য প্রকল্পের মোট ঋণের ২০% কটেজ, মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতের নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করতে হবে যা নারী উদ্যোক্তা খাতে অর্থায়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করবে বলেও তিনি জানান।

সবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি আলোচ্য প্রকল্পের পরিচালক মোঃ সালাহ উদ্দীন প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক, এডিবি'র প্রতিনিধি, অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

গ্রন্থাগারের বুক রিডিং প্রোগ্রাম

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের গ্রন্থাগারের প্রজেকশন রুমে ৩ অক্টোবর ২০২২ বুক রিডিং প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা)-১ মোঃ জুলহাস উদ্দিন এবং সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের পরিচালক তাসনিম ফাতেমা।

বুক রিডিং প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা)-১ মোঃ জুলহাস উদ্দিন

বুক রিডিং প্রোগ্রামে অর্থনীতিবিদ আব্দুল বায়েস রচিত 'রঙ্গরসে অর্থনীতি' বইটির উপর আলোচনা করা হয়। বইটিতে তিনি গতানুগতিক গণ্ডির বাইরের বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহ রম্য আলোচনার মাধ্যমে সহজ ও সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন।

বুক রিডার হিসেবে বিভিন্ন বিভাগ হতে নিবন্ধিত আটজন কর্মকর্তা যথাক্রমে হুসনে আরা শিখা, পরিচালক, ফরেন এক্সচেঞ্জ ইনভেস্টমেন্ট বিভাগ; সারোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক, ফরেন এক্সচেঞ্জ ইন্সপেকশন বিভাগ; এম এম রাকিব হাসান, যুগ্ম পরিচালক, কমন সার্ভিসেস বিভাগ; মোঃ মাহবুবুর রহমান, যুগ্ম পরিচালক, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ; মোঃ ফারুকুল ইসলাম, যুগ্ম পরিচালক, পরিসংখ্যান বিভাগ; মোঃ আশরাফুর রহমান, উপপরিচালক, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ; এম মহসিন রেজা, উপপরিচালক, একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট; নাসরিন আক্তার লুবনা, উপপরিচালক, চিফ ইকোনমিস্ট ইউনিট প্রমুখ বইটির ৪৬টি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু আলোচনার পাশাপাশি অধ্যায়ভিত্তিক স্ব-স্ব পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন।

বিবিটিএ'তে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

(২ পৃষ্ঠায় পর)

এরপর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন তাঁর বক্তব্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Growth) নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অবশ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে বেশি হতে হবে। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে। উৎপাদন বাড়াতে হলে Factors of Production বেশি করে নিয়োগ করতে হয়। আর, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তির কারণে লোকজনের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যা অর্থনৈতিক চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে পুনরায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যাকে অর্থনীতির ভাষায় বলে 'Circular Flow of Economic Growth'।

কাজেই বলা যায় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লে নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং নিয়োগ বাড়লে শ্রমিকদের দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়ে, ফলে মজুরি বৃদ্ধি পায়। যেহেতু প্রতিটি জিনিসের মূল্য নির্ধারিত হয় গড় ব্যয়ের (average cost) উপর, তাই মজুরি বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় যা থেকে মূল্যস্ফীতি হতে পারে। মুদ্রানীতি নিয়ে আলোচনাকালে ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন উদাহরণ দিয়ে বলেন, জিডিপি প্রবৃদ্ধি যদি ৭.৫% এ ধরে রাখতে হয়, তাহলে মুদ্রা সরবরাহ ৭.৫% বাড়াতেই হবে। কারণ, বাড়তি টাকা না থাকলে বাড়তি উৎপাদন বিক্রি হবে না। ফলে অর্থনীতিতে মন্দা শুরু হতে পারে। শেষোক্ত হারের সাথে মুদ্রাস্ফীতির হার ও ঘটনাসাপেক্ষ সংস্থানের হার যোগ করে মুদ্রা সরবরাহের হার নির্ধারণ করতে হবে।

তিনি কাঙ্ক্ষিত জাতীয় উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পৌঁছতে রাজস্ব নীতি ও মুদ্রা নীতির প্রভাব নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেন; সামগ্রিক চাহিদা রেখা ও সামগ্রিক যোগান রেখার মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে উভয় নীতির সমন্বয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন শিক্ষাখাতে অর্থ ব্যয়কে বিনিয়োগ উল্লেখ করে বলেন, এর মাধ্যমে Human Capital গড়ে তোলা সম্ভব এবং রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন বিবেচনা করলে শিক্ষাখাতে অধিকতর বিনিয়োগকে ফলপ্রসূ মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে ২১.৮% বরাদ্দ ছিল, যা অদ্যাবধি পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। সর্বশেষে তাঁর বক্তব্যে তিনি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে Cottage, Micro and Small Enterprise (CSME) খাতকে উৎসাহিত করার পরামর্শ দেন। তাঁর দেয়া তথ্য মতে বাংলাদেশে Cottage, Micro and Small Enterprise খাতে প্রায় ৩.৯ মিলিয়ন উদ্যোক্তা রয়েছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে উৎপাদনকারী উপাদানসমূহে বিতরণ করার নিশ্চয়তা না থাকে তা হলে বৈষম্যের সৃষ্টি হবে যা মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই উন্নয়নের পথকে বাধাগ্রস্ত করবে।

পরিশেষে '৪৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সঃ সহকারী পরিচালক-জেনারেল' এর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এবং বিবিটিএ'র পরিচালক কাকলী জাহান আহমেদ আমন্ত্রিত অতিথি বক্তা ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন এবং অডিটোরিয়ামে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বরিশাল অফিস

শেখ রাসেল দিবস-২০২২ উপলক্ষে আলোচনা সভা

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন এবং 'শেখ রাসেল দিবস-২০২২' উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক স্বপন কুমার দাশ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (ব্যাংকিং) মোঃ মাহবুবর রহমান। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশাসন) মোঃ শওকাতুল আলম। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড হলো বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা এবং ছোট শিশু শেখ রাসেলকে হত্যা সব নৃশংসতাকে হার মানিয়েছে। এছাড়া তিনি আরও বলেন, শেখ রাসেলকে হারালেও তার আদর্শ ও স্মৃতি চির জাগরূক থাকবে এবং এদেশের শিশুদের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক স্বপন কুমার দাশ

১৮ অক্টোবর, ১৯৬৪ সালে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে জন্ম নেন শেখ রাসেল। বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় লেখক বাট্রান্ড রাসেলের নামানুসারে কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখেন। শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিনে 'শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক'-প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে 'শেখ রাসেল দিবস-২০২২' দেশব্যাপী উদযাপনের অংশ হিসেবে আলোচনা সভায় শেখ রাসেল সহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথিসহ অন্য অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে দিনব্যাপী একটি সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী নেতা/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীর জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) কর্তৃক Strengthening Environmental and Social Risk Management (ESRM) Framework for Financial System শীর্ষক বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্বে) মোঃ শওকাতুল আলম। এছাড়া, বিআইবিএম এর সহযোগী অধ্যাপক ড. আশরাফ আল মামুন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক চৌধুরী লিয়াকত আলিও উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি উক্ত কর্মশালায় গুরুত্ব তুলে ধরে আর্থিক খাতে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকির সম্ভাব্য প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর আলোচনা করেন।

খুলনা অফিস

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসে ১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে 'শেখ রাসেল দিবস ২০২২' উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অফিস সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক এস, এম, হাসান রেজা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের পরিচালক (প্রশাসন) সমীর কুমার বিশ্বাস। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (সুপারভিশন) সুধা রানী দাশ, পরিচালক (ব্যাংকিং) মোঃ আলী মাহমুদ এবং মহাব্যবস্থাপক (ক্যাশ) সৈয়দা নাসিমা আক্তার। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ সিরাজুল হক। অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ শেখ রাসেলের সংক্ষিপ্ত জীবনের উপর তাদের অনুভূতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে শেখ রাসেলের দুরন্তপনা, বুদ্ধিদীপ্ততা, সরলতার পাশাপাশি দেশের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের আত্মত্যাগের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

শেখ রাসেলসহ ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সালে আত্মত্যাগকারী সকল শহিদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

রাজশাহী অফিস

বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জীবন কৃষ্ণ রায়ের প্রধান কার্যালয়ে বদলি এবং নির্বাহী পরিচালক জগন্নাথ চন্দ্র ঘোষের বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহীতে যোগদান উপলক্ষে ২৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষ হতে এক বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সদ্য যোগদানকৃত পরিচালক নিয়ামূল কবির ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত পরিচালক মির্জা আব্দুল মান্নানকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিদায়ী অতিথি জীবন কৃষ্ণ রায় রাজশাহী অফিসে তার দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য প্রদান করেন এবং দাপ্তরিক কাজে সহযোগিতার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথি জগন্নাথ চন্দ্র ঘোষ, নিয়ামূল কবির ও মির্জা আব্দুল মান্নান এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন।

নির্বাহী পরিচালক জীবন কৃষ্ণ রায়, নির্বাহী পরিচালক জগন্নাথ চন্দ্র ঘোষকে ফুল দিয়ে বরণ করেন

নির্বাহী পরিচালক জগন্নাথ চন্দ্র ঘোষ বিদায়ী নির্বাহী পরিচালকের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সাফল্য এবং দাপ্তরিক কাজে অফিসের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহযোগিতা কামনা করে বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি মোঃ মজিবুর রহমান সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

কেক কাটার মাধ্যমে শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন নির্বাহী পরিচালক জগন্নাথ চন্দ্র ঘোষ

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী কর্তৃক ১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর কেক কেটে শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক জগন্নাথ চন্দ্র ঘোষ শেখ রাসেলের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে সপরিবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডকে শতাব্দীর অন্যতম ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ড হিসেবে উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথি ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শেখ রাসেলের সংক্ষিপ্ত জীবনের উপর বক্তব্য প্রদান করেন। পরিশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি মোঃ মজিবুর রহমান বক্তব্য প্রদান করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

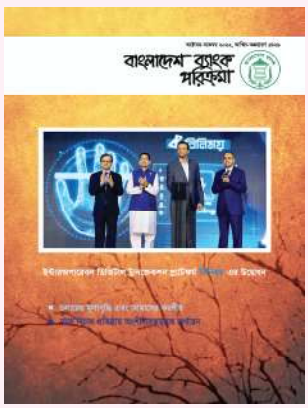

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য লেখা আহ্বান

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয়ে নিবন্ধ, গল্প এবং ভ্রমণ বিষয়ক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে নিবন্ধ ১০০০-১২০০, ভ্রমণ ১০০০-১২০০ ও গল্প ৭০০-১০০০ শব্দসীমার মধ্যে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: পরিচালক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০। এছাড়া ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ঠিকানা : aziza.begum@bb.org.bd

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় অংশীদারত্বমূলক অর্থায়ন

মোঃ জুলকার নায়েন

প্রথাগতভাবে ব্যাংক এবং অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নের হাতিয়ারসমূহ ঋণ ও সুদ নির্ভর। এরা গ্রাহকের লাভ-ক্ষতির অংশীদার হতে প্রস্তুত থাকে না। নির্ধারিত হারে সুদ পাওয়া বিষয়টি নিশ্চিত করতে চায়। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ঋণ চক্রবৃদ্ধি হারে হিসাবায়ন করা হয়। ফলে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সুদাসল মিলে আসলের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি হতে পারে। চক্রবৃদ্ধি সুদের প্রভাব নিয়ে ২০০০ সালের জি-৮ সামিট-এ নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট ওবাসানজো এর বক্তব্য নিম্নরূপ ছিল:

"All that we had borrowed up to 1985 or 1986 was around $5 billion and we have paid about $16 billion yet we are still being told that we owe about $28 billion. That $28 billion came about because of the injustice in the foreign creditors' interest rates. If you ask me what the worst thing in the world is, I will say it is compound interest."

সুদ আরোপের যুক্তি হিসেবে দেখানো হয় "সময়ের মূল্য" ভোগ থেকে বিরত থাকার জন্য "অপেক্ষার মূল্য" প্রদান। আপনার গৃহীত ঋণের সাথে পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও বিনিময়ের সাথে সম্পর্ক থাকুক অথবা না থাকুক আপনাকে সময়ের মূল্য হিসেবে সুদ দিতে হবে। আপনি যখন কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানতকারী তখন কোনো ঝুঁকি না নিয়ে নির্দিষ্ট হারে সুদ পাওয়ার বিষয়টি পছন্দ করবেন। তবে আপনি যখন ঋণগ্রহীতা তখন কিন্তু আপনি আশা করবেন আপনার ক্ষতির জন্য ব্যাংক আপনাকে ছাড় দিক বা অব্যাহতি দিক। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যবসায় ক্ষতি হলে বা আপনার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব হলেও বিধি অনুযায়ী অনাদায়ী ঋণের সাথে সময়ের ব্যবধানে সুদ যোগ হতে থাকবে চক্রবৃদ্ধি হারে। এমনকি, বিলম্বে পরিশোধের কারণে আপনাকে জরিমানা হিসেবে অতিরিক্ত হারে সুদ দিতে হতে পারে যদি না ঋণদাতা মাফ করে দেন। এজন্য বিনিয়োগের লাভজনকতা বা উৎপাদনশীলতার চেয়ে ঋণদাতা নির্ভর করেন ঋণগ্রহীতার জামানতের ওপর। অতিমূল্যায়ন করে হোক বা যেভাবেই হোক আপনার যথেষ্ট জামানত আছে তা দেখাতে পারলে সেটাই আপনার সবচেয়ে বড় যোগ্যতা। যার জামানত মূল্য যত বেশি তিনি তত বেশি ঋণ পাওয়ার যোগ্য। ফলে স্বভাবতই ঋণ বিতরণে সম্পদশালীরাই বেশি প্রাধান্য পাবেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণ কম গুরুত্ব পাবেন। বাস্তবে এটা অবশ্য প্রথাগত ব্যাংক ও ইসলামি ব্যাংক উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ব্যবসায়িক ঝুঁকি বহন করে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে অর্থায়ন ব্যবস্থা (যেমন: মুশারাকা ও মুরাবাহা পদ্ধতি) ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে বাংলাদেশের আর্থিক খাতে সেটা তেমন কার্যকর হয়নি। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য ইসলামি ব্যাংকগুলো প্রথাগত ব্যাংককে অনুসরণ করে অনেকটা সুদভিত্তিক ঋণের অনুরূপ অর্থায়ন করে থাকে। এ সত্ত্বেও ইসলামি ব্যাংকিংয়ের সাথে প্রথাগত ব্যাংকিংয়ের কিছু মৌলিক ও সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে যা বাহ্যিকভাবে অনুধাবন করা যায় না। পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও সম্পদের বন্টনে ভারসাম্য রক্ষায় এবং আর্থিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনে নৈতিকতা, স্বচ্ছতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। তবে এটি তখনই সম্ভব যখন প্রচলিত ব্যাংকিং রীতিকে অন্ধভাবে অনুকরণ না করে এর মূল লক্ষ্য ও আদর্শকে যথাযথভাবে ধারণ করা যায় এবং কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়।

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে পারস্পরিক লেনদেনে বা চুক্তিতে সবই বৈধ যদি না এর মধ্যে নিষিদ্ধ বা হারাম কোনো উপাদান থাকে। পারস্পরিক আর্থিক লেনদেনে বা চুক্তিতে ইসলামি বিধান অনুযায়ী কিছু বিষয়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোটা দাগে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থায়নের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো হচ্ছে: (১) সুদ বা চক্রবৃদ্ধি সুদ গ্রহণ করা, (২) চরম অনিশ্চিত ঘটনা বা বিষয়ে অর্থায়ন, (৩) জুয়া খেলা বা ফটকামূলক লেনদেনে অর্থায়ন, (৪) ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ বা হারাম ব্যবসায় বা কাজে বিনিয়োগ বা অর্থায়ন। পারস্পরিক আর্থিক লেনদেনে নৈতিকতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় এ বিষয়গুলো তাৎপর্যপূর্ণ এবং যা সামগ্রিকভাবে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা হয়। যদিও প্রথাগত ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়, তবে সেটা ইসলামি বিধান বা শরিয়াহ দৃষ্টিকোণ থেকে থেকে আলাদা। ইসলামি বিধান যেখানে সুদকে ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী মনে করছে প্রথাগত ব্যাংকিং সেটাকে অপরিহার্য মনে করছে। প্রথাগত ব্যাংকিং চরম অনিশ্চিত বিষয়ে বা শেয়ার

মার্কেটের ফটকা লেনদেনে অর্থায়ন করতে পারে। প্রথাগত ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে গ্রাহকের সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক দেনাদার ও পাওনাদারের, যেখানে ব্যাংকার দেনাদারের ক্ষতির ভাগ নিতে রাজী নন। ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে পরস্পরের সম্পর্ক বিনিয়োগের অংশীদার, যেখানে ব্যাংকারকে ক্ষতির ঝুঁকি বহন করতে হবে।

কোনো ব্যক্তি যদি প্রথাগত ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি ফ্ল্যাট ক্রয় করে অথবা বিকল্প হিসেবে একটি ইসলামি ব্যাংক থেকে অর্থায়ন গ্রহণ করে তাহলে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক এবং ব্যক্তির আয়-ব্যয় কীভাবে প্রভাবিত হয় তা নিচের উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো-

ইকবাল সাহেব এক কোটি টাকা দিয়ে একটি ফ্ল্যাট কিনতে চান। কিন্তু তার হাতে যথেষ্ট মূলধন নেই। উনি প্রথমে একটি প্রথাগত ব্যাংকের একটি শাখায় গেলেন সম্ভাব্য ঋণ ও খরচ সম্পর্কে ধারণা নিতে। তাকে ৯% সুদে এক কোটি টাকার ঋণের বিপরীতে বাৎসরিক কিস্তির ভিত্তিতে (সহজে বোঝার সুবিধার্থে) বিশ বছরে পরিশোধযোগ্য ঋণের একটি সম্ভাব্য পরিশোধসূচি প্রদর্শন করা হলো যা নিম্নরূপ:

ওপর সুদ আরোপিত হতে থাকবে। যদি ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হোন, তবে ব্যাংক জামানত হিসেবে রক্ষিত বাড়ি বিক্রি করে অর্থাৎ গ্রাহককে উচ্ছেদ করে ঋণ আদায় করতে পারবে। আবার জামানতের বিক্রয়মূল্য কম হলে ব্যাংক ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে বিলম্বকালীন সুদসহ আদায় করতে পারবে।

ইকবাল সাহেব এবার বাড়ি ক্রয়ে আর্থিক সহায়তা নেওয়ার জন্য একটি ইসলামি ব্যাংকের শাখায় গেলেন সম্ভাব্য অর্থ প্রাপ্তি ও খরচ সম্পর্কে ধারণা নিতে। এ ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকের একটি পদ্ধতি হতে পারে গ্রাহকের সাথে মূলধন সরবরাহ করে যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে বাড়িটি ক্রয় করবে। এক্ষেত্রে, ইকবাল সাহেব ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে বাড়ির মালিক হবেন এই শর্তে তিনি প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট কিস্তি দিয়ে ২০ বছরে বাড়িটিতে ব্যাংকের মালিকানার অংশ কিনে নিবেন। তবে এর পাশাপাশি বাড়িটিতে ব্যাংকের অংশ ব্যবহারের জন্য ব্যাংকের মূলধনের বা মালিকানার আনুপাতিক অংশের ওপর ভাড়া দিয়ে যাবেন। ধরা যাক ভাড়ার হার প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের সুদ হারের সমান অর্থাৎ হার ৯% (ইসলামি ব্যাংকের মুনাফার হার)। ধরে নেওয়া যাক, বাড়ির ক্রয়মূল্য এক কোটি টাকা, ইকবাল সাহেবকে প্রাথমিক মূলধন

বছর	বছরের শুরুতে ঋণের স্থিতি	কিস্তি	সুদ (৯%)	আসল	বছরের শেষে ঋণের সম্ভাব্য স্থিতি
১	১০,০০০,০০০	১,০৯৫,৪৬৫	৯০০,০০০	১৯৫,৪৬৫	৯,৮০৪,৫৩৫
২	৯,৮০৪,৫৩৫	১,০৯৫,৪৬৫	৮৮২,৪০৮	২১৩,০৫৭	৯,৫৯১,৪৭৯
৩	৯,৫৯১,৪৭৯	১,০৯৫,৪৬৫	৮৬৩,২৩৩	২৩২,২৩২	৯,৩৫৯,২৪৭
৪	৯,৩৫৯,২৪৭	১,০৯৫,৪৬৫	৮৪২,৩৩২	২৫৩,১৩৩	৯,১০৬,১১৪
৫	৯,১০৬,১১৪	১,০৯৫,৪৬৫	৮১৯,৫৫০	২৭৫,৯১৪	৮,৮৩০,২০০
৬	৮,৮৩০,২০০	১,০৯৫,৪৬৫	৭৯৪,৭১৮	৩০০,৭৪৭	৮,৫২৯,৪৫৩
৭	৮,৫২৯,৪৫৩	১,০৯৫,৪৬৫	৭৬৭,৬৫১	৩২৭,৮১৪	৮,২০১,৬৩৯
৮	৮,২০১,৬৩৯	১,০৯৫,৪৬৫	৭৩৮,১৪৮	৩৫৭,৩১৭	৭,৮৪৪,৩২২
৯	৭,৮৪৪,৩২২	১,০৯৫,৪৬৫	৭০৫,৯৮৯	৩৮৯,৪৭৬	৭,৪৫৪,৮৪৬
১০	৭,৪৫৪,৮৪৬	১,০৯৫,৪৬৫	৬৭০,৯৩৬	৪২৪,৫২৯	৭,০৩০,৩১৮
১১	৭,০৩০,৩১৮	১,০৯৫,৪৬৫	৬৩২,৭২৯	৪৬২,৭৩৬	৬,৫৬৭,৫৮২
১২	৬,৫৬৭,৫৮২	১,০৯৫,৪৬৫	৫৯১,০৮২	৫০৪,৩৮২	৬,০৬৩,১৯৯
১৩	৬,০৬৩,১৯৯	১,০৯৫,৪৬৫	৫৪৫,৬৮৮	৫৪৯,৭৭৭	৫,৫১৩,৪২২
১৪	৫,৫১৩,৪২২	১,০৯৫,৪৬৫	৪৯৬,২০৮	৫৯৯,২৫৭	৪,৯১৪,১৬৬
১৫	৪,৯১৪,১৬৬	১,০৯৫,৪৬৫	৪৪২,২৭৫	৬৫৩,১৯০	৪,২৬০,৯৭৬
১৬	৪,২৬০,৯৭৬	১,০৯৫,৪৬৫	৩৮৩,৪৮৮	৭১১,৯৭৭	৩,৫৪৮,৯৯৯
১৭	৩,৫৪৮,৯৯৯	১,০৯৫,৪৬৫	৩১৯,৪১০	৭৭৬,০৫৫	২,৭৭২,৯৪৪
১৮	২,৭৭২,৯৪৪	১,০৯৫,৪৬৫	২৪৯,৫৬৫	৮৪৫,৯০০	১,৯২৭,০৪৪
১৯	১,৯২৭,০৪৪	১,০৯৫,৪৬৫	১৭৩,৪৩৪	৯২২,০৩১	১,০০৫,০১৪
২০	১,০০৫,০১৪	১,০৯৫,৪৬৫	৯০,৪৫১	১,০০৫,০১৪	০
			১১,৯০৯,২৯৫		

সারণীতে দেখা যাচ্ছে প্রতি বছর শেষে সমান কিস্তিতে ঋণের সুদাসল পরিশোধ করতে হবে টাকা ২,১৯,০৯,২৯৫ (১,১৯,০৯,২৯৫+১,০০,০০,০০০) অর্থাৎ ২০ বছরে মোট সুদ দিতে হবে টাকা ১,১৯,০৯,২৯৫, যা আসলের অঙ্কের দ্বিগুণেরও বেশি। কিস্তির শুরুর দিকে সুদের পরিমাণ বেশি এবং আসল পরিমাণ কম কেটে রাখা হয়। পরের কিস্তিগুলোতে সুদের পরিমাণ কম এবং আসল বৃদ্ধি পায়। যথাসময়ে ঋণ পরিশোধিত হলে ২০ বছর পর ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। কিন্তু কোনো কারণে ঋণের কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধিত না হলে সব হিসাব বদলে যাবে। কিস্তি পরিশোধে বিলম্বের কারণে প্রতিদিনের জন্য বকেয়া ঋণের বাবদ কিছু দিতে হবে। তবে প্রথাগত ব্যাংকের সাথে তুলনার সুবিধার জন্য তা উপেক্ষা করা যাক। ধরা যাক ইসলামি ব্যাংকও বিনিয়োগ হিসেবে গ্রাহককে টাকা ১০,০০০,০০০/(১০ মিলিয়ন বা এক কোটি টাকা) মূলধন সরবরাহ করবে। এক্ষেত্রে, ব্যাংক হতে সরবরাহ করা মূলধন এক কোটি টাকা পরিশোধের জন্য বাৎসরিক সমান কিস্তির ভিত্তিতে ২০ বছরে গ্রাহক সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করবে এবং প্রতি বছর ব্যাংকের অবশিষ্ট মূলধনের ওপর ৯% হারে ভাড়া হিসেবে প্রদান করবে যা পরের সারণীতে দেখানো হলো।

বছর	প্রারম্ভিক বিনিয়োগ	কিস্তি পরিশোধ ও গ্রাহকের মালিকানার ক্রম বৃদ্ধি	ভাড়া	মোট পরিশোধ	ব্যাংকের অবশিষ্ট বিনিয়োগ বছরশেষে
১	১০,০০০,০০০	৫০০,০০০	৯০০,০০০	১,৪০০,০০০	৯,৫০০,০০০
২	৯,৫০০,০০০	৫০০,০০০	৮৫৫,০০০	১,৩৫৫,০০০	৯,০০০,০০০
৩	৯,০০০,০০০	৫০০,০০০	৮১০,০০০	১,৩১০,০০০	৮,৫০০,০০০
৪	৮,৫০০,০০০	৫০০,০০০	৭৬৫,০০০	১,২৬৫,০০০	৮,০০০,০০০
৫	৮,০০০,০০০	৫০০,০০০	৭২০,০০০	১,২২০,০০০	৭,৫০০,০০০
৬	৭,৫০০,০০০	৫০০,০০০	৬৭৫,০০০	১,১৭৫,০০০	৭,০০০,০০০
৭	৭,০০০,০০০	৫০০,০০০	৬৩০,০০০	১,১৩০,০০০	৬,৫০০,০০০
৮	৬,৫০০,০০০	৫০০,০০০	৫৮৫,০০০	১,০৮৫,০০০	৬,০০০,০০০
৯	৬,০০০,০০০	৫০০,০০০	৫৪০,০০০	১,০৪০,০০০	৫,৫০০,০০০
১০	৫,৫০০,০০০	৫০০,০০০	৪৯৫,০০০	৯৯৫,০০০	৫,০০০,০০০
১১	৫,০০০,০০০	৫০০,০০০	৪৫০,০০০	৯৫০,০০০	৪,৫০০,০০০
১২	৪,৫০০,০০০	৫০০,০০০	৪০৫,০০০	৯০৫,০০০	৪,০০০,০০০
১৩	৪,০০০,০০০	৫০০,০০০	৩৬০,০০০	৮৬০,০০০	৩,৫০০,০০০
১৪	৩,৫০০,০০০	৫০০,০০০	৩১৫,০০০	৮১৫,০০০	৩,০০০,০০০
১৫	৩,০০০,০০০	৫০০,০০০	২৭০,০০০	৭৭০,০০০	২,৫০০,০০০
১৬	২,৫০০,০০০	৫০০,০০০	২২৫,০০০	৭২৫,০০০	২,০০০,০০০
১৭	২,০০০,০০০	৫০০,০০০	১৮০,০০০	৬৮০,০০০	১,৫০০,০০০
১৮	১,৫০০,০০০	৫০০,০০০	১৩৫,০০০	৬৩৫,০০০	১,০০০,০০০
১৯	১,০০০,০০০	৫০০,০০০	৯০,০০০	৫৯০,০০০	৫০০,০০০
২০	৫০০,০০০	৫০০,০০০	৪৫,০০০	৫৪৫,০০০	-
			৯,৪৫০,০০০		

প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে যদি গ্রাহক নিয়মিত কিস্তি দিয়ে থাকে পরিশোধ হবে ২০ বছরে। অপরদিকে, ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে গ্রাহক ইকবাল সাহেবের ২০ বছর লাগবে সম্পূর্ণ মালিকানা পেতে। তাহলে ইসলামি ব্যাংকের সাথে লেনদেন করার সুবিধা কী পেলেন? আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে তার সুবিধাগুলো হচ্ছে:

প্রথমত, প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে তিনি আসলের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি অর্থ সুদ হিসেবে প্রদান করেছেন। ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে ভাড়ার পরিমাণ সুদের তুলনায় অনেক কম (টাকা ৯৪ লক্ষ ৫০ হাজার)। দ্বিতীয়ত, কিস্তি নিয়মিত পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে প্রতিদিনের জন্য অবশিষ্ট সুদাসলের ওপর সুদ দিতে হতো, কিন্তু ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের অবশিষ্ট মূলধনের ওপর নির্দিষ্ট হারে ভাড়া প্রদান করবেন। ইসলামি ব্যাংকিংয়ে কিস্তি বা ভাড়া পরিশোধে বিলম্বের কারণে সুদ অথবা বিলম্ব সুদ আদায় করার সুযোগ নেই। তৃতীয়ত, কিস্তি পরিশোধের সাথে সাথে বাড়ির মালিকানায় গ্রাহকের অংশ বৃদ্ধি পাবে এবং ভাড়ার পরিমাণ কমতে থাকবে। কোনো সময় গ্রাহক ব্যাংকের সম্পূর্ণ মূলধন পরিশোধে ব্যর্থ হলেও ব্যাংক তাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে পারবে না, কারণ বাড়ির মালিকানায় তার অংশ রয়েছে। সম্মানিত পাঠকদের কিছু ভাবনার অবকাশ দিয়ে এখানেই শেষ করছি।

■ *লেখক : পরিচালক, ডিসিএম, প্র.কা*

ডিবিআই-৫ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৫ এর অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মতিউর রহমান সরকারের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২১ আগস্ট ২০২২ তারিখে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক মোঃ খসরু পারভেজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাহী পরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন

সিএসডি-১ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর যুগ্মপরিচালক মৃনাল রঞ্জন দাস এবং মোঃ আলতাফ হোসেনের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর পরিচালক সাফায়াত আরেফীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কৃষি ঋণ বিভাগের পরিচালক মোঃ আবুল কালাম আজাদ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিবৃন্দকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন

মতিঝিল অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের ক্যাশ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোছাঃ হোসনে আরা পারভীনের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যুগ্ম ব্যবস্থাপক (ক্যাশ) মোহাম্মদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাহী পরিচালক মোঃ শাহীন উল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে পরিচালক ছৈয়দ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন

মতিঝিল অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের ক্যাশ বিভাগের যুগ্মব্যবস্থাপক এ.টি.এম গিয়াস উদ্দীনের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যুগ্ম ব্যবস্থাপক (ক্যাশ) মোহাম্মদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাহী পরিচালক মোঃ শাহীন উল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে পরিচালক ছৈয়দ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন

এসএফডিতে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের পরিচালক খন্দকার মোরশেদ মিল্লাতের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নির্বাহী পরিচালক নূরুন নাহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ডেপুটি গভর্নর আবু ফরাহ মোঃ নাছের উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন

গৃহায়ন তহবিলে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের গৃহায়ন তহবিল, ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ শহীদুল ইসলামের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক ও গৃহায়ন তহবিলের ফান্ড ম্যানেজার মোঃ সাব্বিরুল আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাহী পরিচালক ও গৃহায়ন তহবিলের উপদেষ্টা মোঃ হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন

মতিঝিল অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ রমিজ উদ্দিনের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক ছৈয়দ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাহী পরিচালক মোঃ শাহীন উল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে কারেন্সী অফিসার প্রকাশ চন্দ্র বৈরাগী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন

ইএমডি-১ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১ এর সিনিয়র কেয়ারটেকার মোঃ খোরশেদ আলমের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৩ মার্চ ২০২২ তারিখে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ ফয়েজ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পরিচালক আবু ওয়াফা মোঃ মুফতি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ নুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ মোসলে উদ্দিন এবং জলী রানী দাস উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন

মাসিক ঘরোয়া পত্রিকা ● ৪৫ খণ্ড ● সংখ্যা ১০ ও ১১ ● আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৪২৯ ● অক্টোবর-নভেম্বর ২০২২ ● রেজিস্ট্রেশনঃ ৩০/৭৫

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি এবং আমাদের করণীয়

মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক

২০০০ সালের পর এই প্রথম বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত, উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল দেশেরই স্থানীয় মুদ্রার বিপরীতে ডলারের মূল্য গড়ে প্রায় ১৩ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। আইএমএফের এক হিসাবে দেখা যায় যে, উন্নত, উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল-এই তিন গ্রুপের ২১টি দেশের মধ্যে ১৮টি দেশের স্থানীয় মুদ্রার বিপরীতে ডলারের দাম বেড়েছে, কেবলমাত্র ব্রাজিল, পেরু ও মেক্সিকো-এই তিনটি দেশের স্থানীয় মুদ্রার বিপরীতে ডলারের দাম কমেছে। অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত মার্কিন ডলারের দাম জাপানি ইয়েনের বিপরীতে ২২%, ইউরোর বিপরীতে ১৩% এবং উদীয়মান দেশের স্থানীয় মুদ্রার বিপরীতে গড়ে ৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। [সূত্রঃ আইএমএফ ব্লগ, অক্টোবর ২০২২]। প্রসঙ্গত বিগত একবছরে টাকার বিপরীতে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে আন্তঃব্যাংক লেনদেনে ডলারের দাম প্রায় ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। [সূত্রঃ বাফেদা, ২৫ অক্টোবর ২০২২]।

প্রশ্ন হলো-বিশ্ববাজারে ডলারের দাম এত বাড়লো কেন? মূলত তিনটি প্রধান কারণে ডলারের দাম বেড়েছে। প্রথমত, ডলারের সুদের হার বৃদ্ধি; দ্বিতীয়ত, কোভিড-১৯ পরবর্তী উৎপাদন হ্রাস; তৃতীয়ত, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজারে তীব্র জ্বালানি সংকট; এবং চতুর্থত, আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি।

সাধারণত একটি দেশের অর্থনৈতিক শক্তি এবং সুদের হারের সাথে ঐ দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের উঠানামার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশের মুদ্রা শক্তিশালী হলে দুর্বল অংশীদারী অর্থনীতির মুদ্রা স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়। বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে ২০২১ সালে জিডিপি'র আকার অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের এক নম্বর অর্থনীতি। দেশটির জিডিপি'র আকার প্রায় ২৩ ট্রিলিয়ন ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের পরেই চীন (১৭.৭৩ ট্রিলিয়ন), জাপান (৪.৯৪ ট্রিলিয়ন), জার্মান (৪.২২ ট্রিলিয়ন), যুক্তরাজ্য (৩.১৯ ট্রিলিয়ন) এবং ভারতের (৩.১৭ ট্রিলিয়ন) অবস্থান। আর প্রায় ৪১৬.২৬ বিলিয়ন ডলার জিডিপি নিয়ে ২০২১ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ৩২তম। [সূত্রঃ ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইনডিকেটর, বিশ্বব্যাংক ২০২২]।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এবং আইএমএফের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ কেনেথ রোগফ বলেছেন, বিশ্বের অন্যান্য বড় অর্থনীতির আগেই যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ কর্তৃক সুদের হার (Fed Rate) বৃদ্ধি বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্থানীয় মুদ্রার ডলারের দাম বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। কোভিড-১৯ অতিমারির পুরোসময় ডলারের সুদের হার প্রায় শূন্যের কাছাকাছি রাখার কারণে মার্কিন অর্থনীতিতে রেকর্ড পরিমাণ মূল্যস্ফীতি ৯.১ শতাংশে উঠে। ২০২২ সালের প্রথম প্রান্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ১.৫ শতাংশ হ্রাস পায় এবং দ্বিতীয় প্রান্তিকেও জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ার আশংকা থাকায় এপ্রিল ২০২২ মাস থেকে আস্তে আস্তে সুদের হার বাড়াতে শুরু করে। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় প্রান্তিকেও যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ০.৯ শতাংশ হ্রাস পায়। আমেরিকা জুলাই ২০২২ মাসে ডলারের সুদের হার এক লাফে শতকরা তিন-চতুর্থাংশ বৃদ্ধি করে। ফলে ইউএস ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগের জন্য ডলারের চাহিদা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়।

ডিসেম্বর ২০২০ হতে পরবর্তী প্রায় দুই বছর ধরে চলমান কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে উৎপাদন হ্রাস পায়। কোভিডের অভিঘাত সামলে উঠতে না উঠতেই ফেব্রুয়ারি ২০২২ মাসে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে রাশিয়া ইউরোপে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। জুলাই-২০২১ হতে জুলাই-২০২২ এই একবছরের ব্যবধানে অপরিশোধিত তেলের মূল্য রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এক হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯ জুলাই ২০২১ তারিখে ডব্লিউটিআই (West Texas Intermediate) এর প্রতি ব্যারেল (১৫৯ লিটার) অপরিশোধিত তেলের মূল্য ছিল ৬৬.৪২ মার্কিন ডলার। একবছর পর ১৩ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে তা ১২০.৯৩ ডলারে দাঁড়ায়। সর্বশেষ তথ্যমতে ২৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখে বিশ্ববাজারে প্রতি ব্যারেল অপরিশোধিত ইউএস ব্রেন্ট ক্রুড তেলের (Brent crude) দাম ছিল ৯৮.০১ মার্কিন ডলার। আমরা জানি ইউক্রেন অন্যতম গম রপ্তানিকারক দেশ। ইউক্রেন বিশ্বের প্রায় ৩০-৪০ শতাংশ গম এককভাবে সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু এই যুদ্ধের কারণে সরবরাহ ব্যবস্থায় মারাত্মক বিঘ্ন ঘটায় গম সরবরাহ অনেক কমে যায়।

আমরা জানি যে, মার্কিন ডলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একনম্বর বৈদেশিক মুদ্রা যার মাধ্যমে এককভাবে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক লেনদেন সম্পন্ন হয়ে থাকে। ২০১৯ সালে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের প্রায় ৮৮ শতাংশই মার্কিন ডলারে সম্পন্ন হয়। [সূত্রঃ ট্রেডার্স ম্যাগাজিন, ২৪ জানুয়ারি ২০২০]। ডলারের সুদের হার বৃদ্ধির ফলে ইউএস ট্রেজারি বন্ডে ও বিলে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকটের কারণে ডলারের চাহিদা ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পের কাঁচামাল, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজারে অন্যতম প্রধান খাদ্য গমের মূল্য বৃদ্ধি, নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য এবং জ্বালানি তেলের আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। বহু উন্নয়নশীল এবং উদীয়মান দেশ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খাচ্ছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

আমাদের করণীয়

বর্ণিত অবস্থার আলোকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিদ্যমান মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক অর্থনীতিবিদ সুদের হার বাড়ানোর সুপারিশ করেছেন। যেহেতু মুদ্রা সরবরাহ (money supply) বর্তমার মূল্যস্ফীতির মূল কারণ নয় এবং এটি এখন বৈশ্বিক ঘটনা; সুতরাং সুদের হার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সমীচীন হবে বলে মনে হয় না। সুদের হার বাড়ানো হলে উল্টো বিনিয়োগের উপর নেতিবাচক প্রভাবের কারণে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জন কঠিন হয়ে পড়বে। আমরা জানি, কোভিড-১৯ অতিমারি পরবর্তী উৎপাদন হ্রাস, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সরবরাহ ব্যবস্থার বিঘ্নের কারণে সৃষ্ট জ্বালানি সংকট, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিবহন খরচ বৃদ্ধি এবং বিশ্ববাজারে আমদানি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে স্থানীয় বাজারে নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে। এছাড়া জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির দোহাই দিয়ে ফড়িয়া ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি করেছে। এ প্রেক্ষাপটে ডলারের সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতার জন্য রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির সাথে সাথে আমদানি ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় এবং বিলাস পণ্যের আমদানির উপর কড়াকড়ি আরোপ করা যেতে পারে। পাশাপাশি খাদ্যপণ্যের আমদানিনির্ভরতা কমানোর জন্য স্থানীয়ভাবে চাল, ডাল, গম, সরিষার তেলের উৎপাদন ও ব্যবহার বাড়াতে হবে।

স্মর্তব্য যে, স্বল্পমেয়াদে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে আমদানি ব্যয় কমানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত বিলাসপণ্য আমদানির উপর বেশকিছু বিধি-নিষেধ আরোপের সুফল ইতোমধ্যে আসতে শুরু করেছে। বর্তমানে ডলার মার্কেট অনেকটাই স্থিতিশীল হয়ে আসছে। এই স্থিতিশীলতা ধরে রাখার জন্য রপ্তানি আয় এবং প্রবাসী রেমিট্যান্স বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রবাসী রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির দিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ বিদ্যমান অস্থিরতা দূর করার ক্ষেত্রে প্রবাসী রেমিট্যান্স অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, যার অনেকগুলি নেওয়াও হয়েছে -

- বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান ২.৫% প্রণোদনা অব্যহত রাখা এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিদেশিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে ;
- বিদেশি কেন্দ্রীয় ব্যাংক/নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাথে আলোচনা করে রেমিট্যান্স পাঠানোর সহজ ও দ্রুত উপায় হিসেবে রেমিট্যান্স অ্যাপস্ তৈরি করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে বৈধভাবে অতি সহজেই বিদেশ থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠানো যেতে পারে;
- একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদেরকে প্রতিমাসে ও বছরে বিশেষ সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে প্রেরিত প্রবাসী রেমিট্যান্সের বিতরণ প্রক্রিয়াকে স্থানীয় মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের মাধ্যমে আরও সম্প্রসারণ ও সহজীকরণ;
- অনিবাসী বাংলাদেশিদের জন্য বিনিয়োগ ও গৃহায়ণ অর্থায়নের বিশেষ সুবিধা প্রদান;
- ফিনটেক পদ্ধতির আওতায় আন্তর্জাতিক মানি ট্রান্সফার অপারেটরকে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং
- রেমিট্যান্স প্রেরণকারী ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোর রেমিট্যান্স ফি ও বিভিন্ন চার্জ মওকুফের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আগামীতে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

এছাড়া রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা ও মান বৃদ্ধি করে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টির উপর জোর দিতে হবে। সেই সাথে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের প্রকৃত মূল্যের ভিত্তিতেই বৈদেশিক লেনদেন নিশ্চিত করার জন্য আমদানি এলসি খোলার সময় এবং রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনের সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে সংশ্লিষ্ট পণ্যের স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য যাচাই করতে হবে, ইত্যাদি।

■ *লেখক : অতিরিক্ত পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর পরিচালক (এক্স-ক্যাডার প্রকাশনা) সাঈদা খানম কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন: ৯৫৩০৩০০; ই-মেইল : sayeda.khanam@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে: জামান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ৪১-৪২, ইসলামপুর রোড (আদিল কমপ্লেক্স), ঢাকা-১১০০।